পবিত্র কোরআনে হযরত সালেহ (আ:) ও সামুদ জাতি ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত সালেহ (আ:) ও সামুদ জাতি ঘটনা -৪"**

এটি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে ২য় জাতি। আদের পরে এরাই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। কোরআন নাজিলের পূর্বে এদের কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। জাহেলি যুগের কবিতা ও গদ্য সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। অসিরিয়ার শিলালিপি, গ্রীস, ইস্কান্দারিয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণও এর উল্লেখ করেছেন। ঈসা (আ:) এর জন্মের কিছুকাল পূর্বেও এ জাতির কিছু কিচ্ছু লোক বেঁচেছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকদের মতে তারা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় তাদের শত্রু নিবতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজ (আল হিজর) নাম খ্যাত, সেখানেই ছিল তাদের আবাস। সৌদি আরবের মদিনা ও তাবুকের মাঝখানে হিজায রেলওয়ের একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম "মাদায়েন সালেহ"। এটাই ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। প্রাচীন কালে যার নাম ছিল "হিজর"। সামুদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যে সব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। এ নিঝুম পরীটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে, এক সময় এ নগরীর জনসংখ্যা কয়েক লাখের কম ছিল না।

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (স:) যখন এ এলাকা অতিক্রম করেছিলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষনিয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এক জায়গায় তিনি একটি কুয়ার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন, এ কুয়াটি থেকে হযরত সালেহ এর উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদের এ কুয়া থেকে পানি পান করতে বলেন। এবং অন্য সমস্ত কুয়া থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে রাসূল বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহের উটনীটি পানি পান করতে আসতো। তাই সেই স্থানটি আজও "ফাজ্জুন নাকাহ" উটনীর পথ নামে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসস্তূপগুলোর মধ্যে যে সব মুসলমান ঘোরাফেরা করছিল তাদেরকে একত্র করে রাসূল (স:) একটা ভাষণ দেন। এ ভাষণে সামুদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, এটি এমন একটি জাতির এলাকা যাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। কাজেই এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাও। এটা ভ্রমণের জায়গা নয় বরং কান্নার জায়গা।

এ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় তৎকালীন সময়ে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. আমরা সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহাকে পাঠিয়েছিলাম। এই নির্দেশ দিয়ে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। তখন তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তর্কে জড়িয়ে পরে।

আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৪৫)

২. সালেহ বলেছিল, হে আমার কওম, তোমরা কল্যাণের আগে দ্রুত অকল্যান চাইছো কেন? তোমরা কেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছো না? যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।

সালেহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৪৬)

৩. তারা বললো, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে আমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সে বললো, তোমাদের মঙ্গল/অমঙ্গল তো আল্লাহর এখতিয়ারে। বরং তোমরা এমন একটা কওম যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

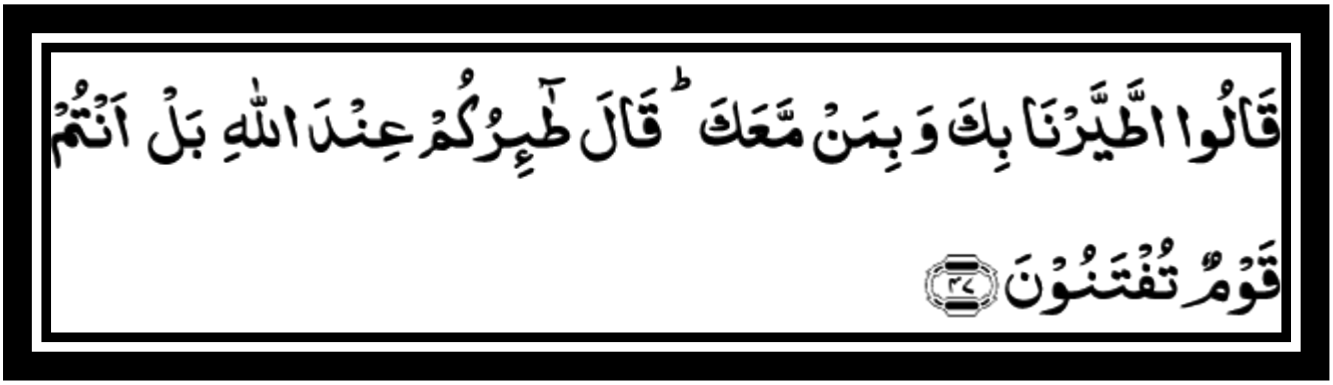
قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

তারা বলল, তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি। সালেহ বললেন, তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।
(সূরাঃ আন-নামল ২৭:৪৭)

৪. সেই শহরে ছিলো নয় ব্যাক্তি যারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতো এবং সংশোধন হতো না।

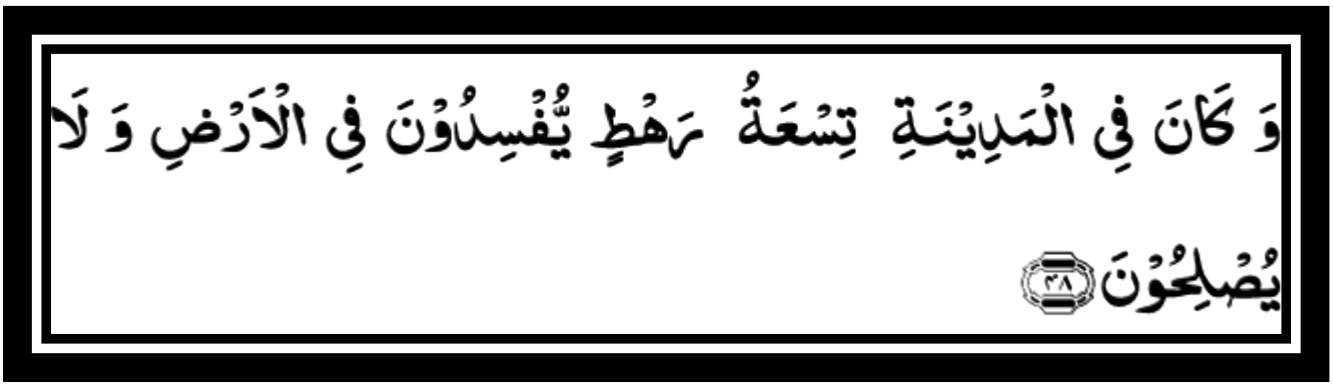
وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا
يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾

আর সেই শহরে ছিল এমন নয়জন ব্যক্তি, যারা দেশে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না।
(সূরাঃ আন-নামল ২৭:৪৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৫. তারা বলেছিল, তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলো, আমরা অবশ্যই রাতের বেলায় সালেহকে এবং তার পরিবারবর্গকে আক্রমন করে হত্যা করবো, তারপর তার অলিকে বলবো, তার পরিবারবর্গকে কারা হত্যা করেছে তা আমরা দেখিনি। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকান্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৪৯)

৬. তারা এই জঘন্য চক্রান্ত করেছিল, আর এ দিকে আমরাও করেছি একটি কৌশল যা তারা টেরই পায় নি।

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫০)

৭. অতঃপর লক্ষ্য করে দেখো তাদের চক্রান্তের পরিণতি কি হয়েছে, আমরা তাদেরকে ও তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

অতএব, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিনাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৮. ঐ তো তাদের বাড়িঘর বিরান হয়ে আছে তাদের যুলুমের পরিণতিতে। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন জ্ঞাণী লোকদের জন্যে।

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

এই তো তাদের বাড়ীঘর-তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন আছে। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫২)

৯. আমরা সেই অশুভ পরিণতি থেকে নাজাত দিয়েছিলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং অবলম্বন করেছিল তাকওয়া।

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (সূরাঃ আন-নামল ২৭:৫৩)

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা ৪টি সূরায় বর্ণিত সালেহ ও তার কওম সামুদের উপর আল্লাহর আযাবের ঘটনা ৪৩টি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো ৪টি খন্ডে উদ্ধৃত করা হোল। আল্লাহর আযাব অনেক ভয়ংকর। আল্লাহর দয়া, রহমত আযাবের চেয়েও বেশি বিস্তৃত। আসুন আমরা আল্লাহর আযাব থেকে তার কাছে পানাহ চাই এবং তার দোয়া, রহমত ও মাগফিরাতের জন্যে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/